যুগান্তর

তারিখ ... 4. JAN. 2018 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ১-৫ ......

শিক্ষা

# মোঃ মুজিবুর রহমান

# সৃজনশীল শিখন-শেখানোর অন্তরায়

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমিক স্তরে সৃজনশীল প্রশ্ন ও পরীক্ষা পদ্ধতি চালু করা নিঃসন্দেহে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বিকাশের জন্য এবং তাদের অর্জিত জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা যাচাই করার জন্য সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি ও পরীক্ষা ব্যবস্থা আরও আগেই চালু করা উচিত ছিল। কিন্তু নানা কারণে তা এতদিন হয়ে ওঠেনি। আমার ধারণা শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বিকাশের জন্য প্রাথমিক স্তর থেকেও প্রচেষ্টা চালানো উচিত। কারণ হঠাৎ করে কাউকে সৃজনশীল করা যায় না। সৃজনশীলতার বিকাশ দীর্ঘদিনের অনুশীলন ও প্রচেষ্টার ফল। সেজন্য শিশুকাল থেকেই শিক্ষার্থীরা যাতে সৃজনশীল চিন্তা করতে শেখে তার প্রয়াস চালানো যেতে পারে। এখানে বলা প্রয়োজন, দেশের ছোট-বড় প্রায় প্রতিটি শহরে পরিচালিত সরকারি তদারকিবিহীন অসংখ্য কিন্ডার গার্টেন স্কুল অনেক ক্ষেত্রে আমাদের কচিমনের শিক্ষার্থীদের মেধা বিকাশের পরিবর্তে সৃজনশীলতার অন্তরায় হিসেবে কাজ করছে। কারণ এসব প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যবইয়ের তালিকায় এমন সব বই অন্তর্ভুক্ত করা হয় যেগুলোর বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীরা মুখস্থ করতে বাধ্য হয়। কোন কিছু না বুঝে মুখস্থ করলে সৃজনশীলতার আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। আর এসব প্রতিষ্ঠানের বইয়ের তালিকাও বেশ লম্বা। আমার ধারণা আমাদের শিশুরা বইয়ের বোঝা টেনে টেনে এক সময় আমাদের দৈহিক গড় উচ্চতা হ্রাস করবে। কারণ শিশুদের স্বভাব বা বৈশিষ্ট্য এমন যে, বই-খাতা, টিফিন ও পানিসহ পাঁচ-ছয় কেজি ওজনের ব্যাগের বোঝা শিশুরা নিজেরাই বহন করতে পছন্দ করে। এমনকি শিশু তার ব্যাগটি মাতা-পিতার হাতেও দিতে চায় না। ফলে নিয়ম করে প্রতিদিন কাঁধে ঝুলিয়ে বোঝা টানার কারণে তাদের স্বাভাবিক শারীরিক বিকাশ ব্যাহত হয়। এর সবই সৃজনশীল শিখন-শেখানোর অন্তরায় হিসেবে প্রভাব বিস্তার করে। এছাড়া কিন্ডার গার্টেন স্কুলগুলোর শিক্ষকরা সরকারি প্রশিক্ষণের আওতায় না আসার ফলে এসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদানের মানও আশানুরূপ নয়। শিশু মনস্তত্ত্ব সেখানে অবহেলিত, উপেক্ষিত। আমার ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণে দেখেছি, বিভিন্ন আকর্ষণীয় নামের কিন্ডার গার্টেন স্কুলগুলোতে শিক্ষার্থীরা পড়া না পারলে শিক্ষকরা অনেক সময় শিক্ষার্থীদের দৈহিক শাস্তি দেন। কখনও কখনও এমন সব অভাবনীয় ও বিস্ময়কর কথা বলেন যা শিক্ষার্থীদের মানসিক নির্যাতনের আওতায় পড়ে। আমি একবার এক কিন্ডার গার্টেন স্কুলের এক শ্রেণীকক্ষের পাশ থেকে শুনেছি, পড়া না পারার কারণে শিক্ষক শিক্ষার্থীর নাম ধরে উচ্চস্বরে বলছেন, 'ভালো করে মুখস্থ কর। আজ পড়া না পারলে ছাড়াছাড়ি নাই।' শিক্ষক কর্তৃক শিশু শিক্ষার্থীর প্রতি এ ধরনের হুমকি শুনে আমি হতভম্ব হয়েছি। মনে মনে ভীষণ আহত হয়েছি। আমার বিশ্বাস, এ ঘটনায় সচেতন মহল ব্যথিত হবেন। বিষয়টি নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি। আমার বারবার মনে হয়েছে— এ ধরনের অবাঞ্ছিত ও অস্বস্তিকর পরিস্থিতি থেকে আমাদের কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মুক্তি দেয়ার উপায় কী? আমাদের শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরা হয়তো শ্রেণীকক্ষের ভেতরের খবর রাখেন না। তারা শুধু নিজেদের সন্তানের ভালো (?) ফলাফলের স্বীকৃতি হিসেবে প্রতিষ্ঠানের দেয়া সনদপত্র পেয়েই অধিক তুষ্ট হন। পড়া মুখস্থ করানোর জন্য যেভাবে শিক্ষার্থীদের প্রতি মানসিক চাপ ও যুক্তিহীন নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয় তাতে শিক্ষার্থীদের স্বাভাবিক মানসিক বিকাশ ব্যাহত হয়। শিক্ষার্থীরা সব সময় একটি আতঙ্কের মধ্যে থাকে। তাদের কল্পনার আকাশে কালো মেঘের ঘনঘটা বেড়ে যায়। অথচ আজকাল শিশুদের অনেকেই [illegible] যখন একটু একটু করে বুঝতে শিখে তখন থেকেই [illegible] হাতে হাতে মোবাইল ফোন, দেখছে কম্পিউটারের [illegible] কিন্ডার গার্টেন স্কুলের কড়া শাসনের [illegible] খানিকটা শিথিল করে আমাদের শিশুদের স্বাধীনভাবে মুক্ত চিন্তা করার সুযোগ দিয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখাতে অসুবিধা কোথায়? আমি মনে করি কিন্ডার গার্টেন স্কুলগুলোকে একটি সরকারি নীতিমালার আওতায় আনা উচিত। যেহেতু কিন্ডার গার্টেন স্কুলব্যবস্থা চালু আছে, সেজন্য শিশুদের সৃজনশীলতার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এছাড়া এসব প্রতিষ্ঠানের পাঠদানের মান নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা উচিত। বিভিন্ন কিন্ডার গার্টেন স্কুলের পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচির মধ্যেও সমতা আনয়ন প্রয়োজন।

অপরদিকে মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠদানের গুণগত মান উন্নয়ন ও সৃজনশীল পদ্ধতিতে পাঠদানে দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন টিকিউআই (টিচিং কোয়ালিটি ইম্প্রুভমেন্ট ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রজেক্ট) প্রকল্প শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়ার কাজ পরিচালনা করছে। কিন্তু মাঠপর্যায়ে বেশ কিছু বিদ্যালয় পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে, এ প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অধিকাংশ শিক্ষক তাদের প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান শ্রেণীকক্ষে প্রয়োগ করেন না। অথচ শ্রেণী পাঠদানকে সফল, কার্যকর, আনন্দদায়ক ও আকর্ষণীয় করার জন্য এবং সৃজনশীল শিখন-শেখানোর উদ্দেশ্যে শত শত কোটি টাকা খরচ করে সরকারিভাবে এ প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। কিন্তু কেন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকরা তাদের প্রশিক্ষণ শ্রেণী পাঠদানে কাজে লাগান না— তা জানতে চেয়ে বিভিন্ন শিক্ষকের কাছ থেকে যেসব অভিমত পাওয়া গেছে তার আলোকে সৃজনশীল শিখন-শেখানোর অন্তরায় হিসেবে নিম্নবর্ণিত কারণগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে : ১. প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের আগ্রহ ও ইচ্ছার অভাব ২. বিদ্যালয়ে অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধার অভাব ৩. শ্রেণীকক্ষে দলীয় কাজ পরিচালনার উপযোগী আসন ব্যবস্থার অভাব ৪. কোন কোন প্রধান শিক্ষকের অনাগ্রহ, কতিপয় ক্ষেত্রে অসহযোগিতা ও দুর্বল ব্যবস্থাপনা ৫. প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণের অভাব ৬. শিক্ষকের পূর্বপ্রস্তুতি ও পরিকল্পনা না থাকা ৭. অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণীকক্ষ ৮. প্রতি অধিবেশনে পাঠদানের জন্য বরাদ্দকৃত সময় অপর্যাপ্ত ৯. প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষকের অসহযোগিতা ১০. শিক্ষকদের অধিক ক্লাস গ্রহণের চাপ ১১. পাঠদানের পূর্বে পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন না করা ১২. পরীক্ষায় পাস করবে কিনা— এ নিয়ে অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের অহেতুক দুশ্চিন্তা ১৩. দুর্বল ও অনিয়মিত মনিটরিং ১৪. অংশগ্রহণমূলক পাঠদান পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কে এসএমসির অধিকাংশ সদস্যের অজ্ঞতা। এসব মতামত প্রদানে কুষ্টিয়া, পাবনা, নাটোর ও সিরাজগঞ্জ জেলার মাধ্যমিক স্তরের ১২৬ জন শ্রেণী শিক্ষক অংশ নেন। এখানে বলা প্রয়োজন, ওই প্রকল্প থেকে দেয়া প্রশিক্ষণের ফলে শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের গুণগত মানের পরিবর্তন হচ্ছে খুব ধীরে। আমার ধারণা, এ ধরনের পাঠদানের গুণগত পরিবর্তনে গতি আনয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট সবার আরও আন্তরিক, আগ্রহী ও যত্নশীল হওয়া উচিত এবং সৃজনশীল শিখন-শেখানো পদ্ধতিকে সফল ও কার্যকর করতে হলে চিহ্নিত অন্তরায়গুলোও বিবেচনা করা প্রয়োজন।

*মোঃ মুজিবুর রহমান : সহযোগী অধ্যাপক, সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, পাবনা*